অবচেতনের অস্তিত্বের প্রমাণ -ঃ
Proof for the Existence of the Subconscious:

ফ্রয়েডের রচনায় অবচেতন বা Subconscious এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফ্রয়েড মনোজগতের কেবলমাত্র দুটি স্তরের উল্লেখ করেছেন — একটি চেতন বা সজ্ঞান - অপরটি অচেতন বা নির্জ্ঞান স্তর। এই দুটি স্তরের মধ্যে পার্থক্যটি সুস্পষ্ট। কিন্তু স্টাউটের মতে মানুষের মনোজগতে এমন দুটি স্তর আছে যাদের মধ্যে পার্থক্যটি অপরিমানগত। স্টাউটের বক্তব্যকে অনুসরণ করে বলা যায় মনোজগতের দুটি স্তরের মধ্যে একটি স্তরে চেতনা পূর্নমাত্রায় আছে এবং অপরটিতে চেতনা অস্পষ্টভাবে উপস্থিত আছে। তিনি এই দুটি স্তরকে চেতনার কেন্দ্র বা centre of consciousness এবং চেতনার প্রান্ত বা fringe of consciousness বলেছেন। এই দুটি স্তরের অপরিমানগত পার্থক্য মনে রেখে এদের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট চেতনার স্তর বলা যেতে পারে।

ফ্রয়েড না মানলেও অবচেতন মন স্বীকার্য। কারণ সংবেদন, প্রত্যক্ষ, চিন্তন প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে ব্যাখ্যা করতে হলে অবচেতন মনের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন। যেমন সংবেদনের বেলায় প্রত্যেক উদ্দীপকই (stimulus) সংবেদন উৎপন্ন করে তা নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলেই সংবেদন উৎপন্ন হয়। একটি সমুদ্রতরঙ্গের শব্দ শোনা যায় না, কিন্তু অনেকগুলি তরঙ্গের সমবেত শব্দ শোনা যায়। প্রত্যেকটি তরঙ্গাঘাতের শ্রবণ যদি শূন্য হয়, তবে ~~ধরে নিতে হয় যে প্রত্যেকটি পৃথক তরঙ্গের~~ কতকগুলি তরঙ্গাঘাতের যুক্ত শ্রবণও শূন্য হবার কথা। আবার কতকগুলি তরঙ্গের সমবেত শব্দ যদি শূন্য, অর্দ্ধ, বৈচিত্র্য শ্রবণ উৎপন্ন করে, তবে ধরে নিতে হয় যে প্রত্যেকটি পৃথক তরঙ্গের শ্রবণসংবেদন শূন্য নয়, কিন্তু শূন্য অর্দ্ধ বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের অস্পষ্ট অংশ-এর কোনো স্পষ্ট চেতনা হয় না। পৃথক তরঙ্গগুলি বৈচিত্র্যের অস্পষ্ট চেতনার নিম্ন অংশ অবচেতন স্তরে রয়েছে। তাকে সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয় আমাদের মধ্যে যে সংবেদন সৃষ্টি হয় তা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবেদনের সমষ্টি। সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউয়ের আওয়াজ মিলিত হলে সমুদ্র গর্জনের সংবেদন সৃষ্টি করে। আমরা কিন্তু সমুদ্রের গর্জনকে শুনি — যে ছোট ছোট ঢেউয়ের আওয়াজ মিলিত হয়ে তাকে সৃষ্টি করেছে তাদের কোন সংবেদন আমাদের কাছে আসে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো ছোট ছোট ঢেউয়ের সংবেদন না থাকলে ~~সমুদ্র~~ সমুদ্র গর্জনের সংবেদন কিভাবে হবে? বোঝা যায় যে ক্ষুদ্র উদ্দীপকগুলি কম শক্তিশালী বলে তারা যে ক্ষীণ সংবেদন সৃষ্টি করেছিল তারা চেতনার কেন্দ্রে আসে না, তবে প্রান্তে তারা অবস্থান করে। চেতনার এই স্তরই অবচেতন।

অবচেতন স্তরের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমরা সচেতন না হলেও এই বিষয়গুলি চেতনায় প্রান্তে আছে। আমরা তাদের সম্বন্ধে অচেতন না হলেও তাদের

সম্বন্ধে আমরা যে চেতন একথাও বলা যায় না। আসলে অবচেতনের বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমরা যে অস্পষ্টভাবে চেতন ছিলাম একথা অনুমান সাপেক্ষ। কোন বিষয় যখন আমাদের চেতনার অবিচ্ছিন্ন ধরে আছে তখনও অনেক বিষয় হয়তো আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সামনে আছে। যেমন ষ্টাউট একটি দৃষ্টান্তে বলেছেন যে একজন ব্যক্তি যখন একটি বই পড়ায় মগ্ন তখন ঐ বইয়ের বিষয়বস্তু তার চেতনার ক্ষেত্রে উপস্থিত আছে। কিন্তু ঘরের পাখার হাওয়া, দেওয়াল ঘড়ির শব্দ প্রভৃতি থাকলেও ঐ ব্যক্তি সে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে সচেতন নয়। কিন্তু যদি সহসা পাখা বন্ধ হয়ে যায় অথবা দেওয়াল ঘড়ির আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যায় তখনই এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন হবে। পারিপার্শ্বিকের এই পরিবর্তন তার সমগ্র অভিজ্ঞতাকে বদলে দেয়।

এখানে যে ব্যাপারটি ঘটল তা এইরকম — ঐ ব্যক্তি জানল যে কয়েকটি বিষয় তার চেতনার প্রান্তদেশে ছিল। যদি সেই বিষয়গুলি তার চেতনার কোন অংশে না থাকত তাহলে হাওয়া বন্ধ হলে বা শব্দ স্তব্ধ হলে ঐ বিষয়গুলি আকস্মিক তার অভিজ্ঞতাকে বদলে দিত না।

চেতনার ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আমরা পূর্ণমাত্রায় বা স্পষ্টভাবে চেতন হই না। এই কারণে তাদের অবচেতনের স্তরবর্তী বলে মনে করা হয়। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমাদের অস্পষ্ট চেতনা আছে। পরিবেশের পরিবর্তন হলে তবু আমাদের মনের চেতন স্তরে চলে আসে, অর্থাৎ আমরা তাদের সম্বন্ধে সচেতন হই।

মানুষের জীবনের অনেক অচেতন ক্রিয়ার মত অভ্যাসজনিত কাজও একভাবেই অচেতন। কোন মানুষই সচেতনভাবে অভ্যস্ত কাজ করে না। একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে মানুষ অভ্যস্ত কাজকর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কাজও করে থাকে। যেমন হাঁটা বা গাড়ি চালানোয় মানুষ যখন অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন এই সমস্ত কাজের সঙ্গে সঙ্গে সে নানা জটিল বিষয়ে আলোচনাতেও ব্যস্ত থাকতে পারে। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে চেতন স্তর কোন বিষয়ে ব্যাপৃত থাকলেও অবচেতনস্তর অভ্যাসজনিত কাজ করতে থাকে।

আবার অবচেতন মন স্বীকার না করলে প্রত্যক্ষও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষ অতীত অনুভবের উপর নির্ভরশীল। অনুভবের প্রতিরূপ অবচেতন মনে সংরক্ষিত থেকে পুনরায় উদ্বুদ্ধ না হলে, প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষ সাদৃশীকরণ, পৃথকীকরণ, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে এবং এই ক্রিয়াগুলি অবচেতন মনের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। অতএব অবচেতন স্বীকার না করলে স্মৃতিকেও ব্যাখ্যা করা যায় না। অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবনই

স্মৃতি। কিন্তু যে প্রক্রিয়ার দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হয় তা যদি জ্ঞানের কোন স্থানে সংরক্ষিত না থাকে তাহলে তার পুনরুজ্জীবনও সম্ভব হতে পারে না। অবচেতনই জ্ঞানের সেই স্তর যেখানে স্মৃতি-প্রতিরূপ-পুনরুজ্জীবনের অপেক্ষায় সংরক্ষিত থাকে। স্মৃতি-প্রতিরূপ নির্জ্ঞানে প্রবেশ করলে ~~তা~~ তার অবিকৃত পুনরুজ্জীবন সুরক্ষিত থাকে। স্মৃতি-প্রতিরূপ নির্জ্ঞানে প্রবেশ করলে তার অবিকৃত পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে না। তাই স্মৃতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য অর্থাৎ কিভাবে অতীত প্রতিরূপের পুনরুজ্জীবনের সমস্যার জন্য অবচেতন নামক একটি স্তর স্বীকার করা উচিত। সমন্বীকরণ বা প্রত্যক্ষীকরণের ক্ষেত্রেও একই কথাই প্রযোজ্য।

অনেক সমস্যার সমাধান যে চেতন স্তরে হয় না তার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। বৈজ্ঞানিকেরা বারবার অনেক ব্যর্থ হবার অবশেষে সেই সমস্যার সমাধান স্বপ্নে লাভ করে — এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে এই সমস্যার আলোচনা এমন একটি স্তরে অব্যাহত ছিল যে স্তরটি চেতন নয়। এই স্তরকেই অবচেতন বলা হয়েছে। অতএব; অনেক বহু মানসিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে হলে অবচেতন স্বীকার করতে হয়। সুতরাং, অবচেতন একটি প্রমাণিত সত্য।

Sibanwita Mukherjee
Dept of Philosophy.
Gobardanga Hindu Colle:
25.3.2020